



130283 - যিনি রোগে কারণে রমজানরে দুই দিনে রোযা না রেখে মারা গছেন তার সন্তানদরে করণীয় কী?

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

আমার বাবা মারা গছেন। তিনি মারা যাওয়ার আগে বছর রোগে কারণে রমজানরে দুই দিনে রোযা রাখতে পারেননি। তিনি শাওয়াল মাসে মারা যান। তিনি বলছিলেন যে, এই দুই দিনে রোযার পরবর্ত্তে তিনি মিসকীন খাওয়াবনে। এখন এর হুকুম কী এবং আমাদের উপরই বা কী করা ওয়াজবি? আমরা কিতার পক্ষ থেকে রোযা পালন করব এবং ফদিয়া দবি, নাকশিধু ফদিয়া দবি? উল্লেখ্য যে, আমরা জানি না তিনি কি এই দুই দিনে পরবর্ত্তে ফদিয়া দিয়েছিলেন অথবা রোযা রেখেছিলেন। তিনি ডায়াবেটিকস রোগে আক্রান্ত ছিলেন বধি়য় খুব কষ্ট করে রমজান মাসে রোযা পালন করতেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি আপনাদরে বাবা বিগত রমজানরে সিয়াম কাযা করতে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্ববেও পরবর্ত্তী রমজান আসা পর্যন্ত এর কাযা আদায়ে অবহলো করে থাকেন এবং এর পরে তিনি মারা যান, তবে আপনাদরে জন্য উত্তম হল সেই দুই দিনেরকাযা আদায় করা। এ ব্যাপারে দলীল হলো-নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:“যবেযক্তি তারজম্মায়সিয়ামপালনবাকরিখেমোরাগছেতোরপক্ষথেকেতোরওলা(আত্মীয়-পরজিন) রোযাপালনকরবে।”[সহীহ বুখারী (১৮৫১) ওসহীহ মুসলমি (১১৪৭) ]

আর আপনারাযদতাঁরপক্ষথেকেস্থানীয়খাদ্যেরএকস্বা‘ (প্রায় ৩ কঃগ্রাঃ এর সমান)পরমাণ খাদ্য কোন মিসকীনকে দান করনেতবসেটোওযথেষ্ট হবে।

আর যদি পরবর্ত্তীরমজান আসার আগে তিনি রোগে কারণে সেই দুই দিনে রোযা কাযাপালনে সক্ষম না হয়ে থাকেন তবে কোনকাযা আদায় করা বা ফদিয়াআদায় করার প্রয়োজন নহে। কারণ এক্ষত্রে তিনি দায়ত্ব পালনে কোন অবহলো করনে নি।

আল্লাহই তাওফকিদাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ



করুন।”সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়াবিস্ময়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখআব্দুল আযযিবনিআব্দুল্লাহবনিবায়, শাইখআব্দুল্লাহবনিগুদাইইয়ান, শাইখসালহেফাওয়ান, আব্দুলআযীযআলে

শাইখ,শাইখবাকরআবুযাইদ। [ফাতাওয়াআল-]